Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ জুলাই, ২০১৮

৪১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৬ জুলাই, ২০১৮, সোমবার, ৩১ আষাঢ়, ১৪২৫

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বাঁচানোর দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ জুলাই : সেভ এ.এস.পি, সেভ ডি.এস.পি—সেভ দুর্গাপুর—যৌথমঞ্চের উদ্যোগে আজ দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের কাছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হল । একই সঙ্গে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থার কথা সবিস্তারে তুলে ধরে প্রতিবিধানের দাবি জানিয়ে মহকুমা শাসক ড. শ্রীকান্তের কাছে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি জমা দেন যৌথ মঞ্চের এক প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক, রথীন রায়, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

১২ জুলাই কমিটির ৫২তম প্রতিষ্ঠাদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ জুলাই : ১২ জুলাই কমিটির ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বর্ধমান শহরের কর্মচারী ভবনে, এক আলোচনা সভা হয়। "সমসাময়িক পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক জয়দেব দাশগুপ্ত, প্রণব আইচ প্রমুখ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জহরলাল মুখার্জী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ। সভাপতিত্ব করেন রণজিৎ দত্ত।

লোক আদালতে ১৩৮টি মামলার মীমাংসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জুলাই : লোক আদালতে একদিনেই ১৩৮টি মামলার মীমাংসা হল। আদালতে জমে থাকা মামলার পাহাড় কমাতে লোক আদালতই সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞ আইনজীবী পার্থসারথী কর।

তিনি বলেন, লোক আদালত আরো ঘন ঘন বসাতে হবে। এদিনকার লোক আদালতের কাজ কর্মের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে তিনি জানান, কালনা অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারপতি তপন কুমার মণ্ডল-এর এজলাসে ওঠে ২২০টি মামলা এবং ফার্স্ট ট্রাক কোর্টের বিচারপতি বিবেকানন্দ সুরের এজলাসে ওঠে ১৬০টি মামলা। তার মধ্যে দুই আদালতের ১৩৮টি মামলার মামাংসা হয়। মীমাংসা হওয়া মামলাগুলি ছিল ব্যাংক ঋণ এবং সড়ক দুর্ঘটনাজনিত। এই দুই মামলায় সেটেলমেন্ট মানি হয় ৩১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। এদিন নগদ আদায় হয় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার চারশো টাকা।

প্রশ্নপত্র নিয়ে পালানোর অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৫ জুলাই : পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠল মেমারি কলেজের এক আংশিক সময়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। নাম রবীন মজুমদার। পরীক্ষা চলাকালীন একটি প্রশ্নপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায় ওই শিক্ষককে। অন্য শিক্ষকেরা দেখে তাঁকে আটকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। মহকুমা শাসকের কাছেও

—এরপর চারের পাতায়

চরম বেহাল বামুনিয়া-মরাইপিরি সড়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জুলাই : মন্তেশ্বর বামুনিয়া-মরাইপিরি সড়কটি এমন বেহাল হয়ে পড়েছে যে সেটি আর সড়কের চেহারায় নেই। এতই খানা-খন্দে ভরা যে যান চলাচল করা তো দূরের কথা, গরুর গাড়ি চলারও অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন এই এলাকার দশ-বারোটি গ্রামের মানুষ। সাধারণ মানুষ তো বটেই এই এলাকার শাসক দলের নেতা কর্মীদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। শাসক দলের জন্মলগ্ন থেকে যুক্ত প্রবীণ নেতা বলেন—সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। আমি বাইক নিয়ে ওই সড়ক দিয়ে যেতে ভয় পাই। বামফ্রন্টের আমলে সড়ক একটু বেহাল হলেই রাস্তায় ধান ফেলে আমরা অবরোধ করতাম। এমনকি রাস্তায় ধানের চারা রোপন ও খানাখন্দে মাছের চারাও ছেড়েছি। আর আমাদের আমলে রাস্তা ঘাটের এমন অবস্থা যে আমি বাড়ি থেকে বের হতেই পারছি না। এলাকায় রয়েছে বনপুর, দেওয়ানিয়া, নতুনগ্রাম, ধামাচিয়া, আশুড়ি, মদনপুর, খোরদা ইশনা, ব্যাংকার কাঁদি, কুলের মতো ১০-১২টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। তাঁদের বাজার, হাট, অফিস, আদালতে যেতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এমনকি প্রসবের অনেক আগেই গর্ভবতী মায়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অনেকে জানান। এই ব্যাপারে স্থানীয় বিধায়ক সৌগত পাঁজাকে ফোন করা হয়। এমনকি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করে ম্যাসেজও পাঠানো হয়। কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

দুই সরকারই বিপদ, হঠানোর আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুসুমগ্রাম, ১২ জুলাই : কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই মানুষের সামনে বিপদ। এই বিপদ মোকাবিলায় মানুষের কাছে বারে বারে যেতে হবে। দুই সরকারের উদ্ভাবিত বিপদগুলির কথা তাঁদেরকে বোঝাতে হবে। লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে মানুষকে আমাদের লড়াইয়ে যুক্ত করতে হবে। কুসুমগ্রামে অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় বলেন সিপিআই এমের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তাপস চ্যাটার্জী। সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মীসভার আলোচনায় বিষয় ছিল—নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যান্যদের মধ্যে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ওসমান গনি সরকার, মদন রায় প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ। তাপস চ্যাটার্জী বলেন, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনেই বোঝা গেছে এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রিয়তা তলানিতে। কারণ নির্বাচনে লুঠ দাঙ্গাহাঙ্গামা করেও এই দলের প্রাপ্ত ভোট ৪১ থেকে ৪৩ শতাংশ। বিজেপির সঙ্গে এই দলের গোপন বোঝাপড়ার কারণেই এ রাজ্যের দুর্নীতিগুলিতে তদন্ত স্তব্ধ হয়ে আছে। এই রাজ্যে আর এস এস-কে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রবণতা রাজ্যকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ এই বাংলার সম্প্রীতির বাতাবরণকে দুষিত করে দেবে। তাই এই দুই বিপদ সম্বন্ধেও মানুষকে বোঝাতে হবে। সকলকে আহ্বান জানিয়ে লড়াইয়ের যুক্ত করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে হটানোই এখন আমাদের প্রধান ও প্রথম কাজ।

আম প্রশিক্ষণ শুরু পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুলাই : বিশ্বমানের আম উৎপাদন করার লক্ষ্যে কয়েক দফার প্রশিক্ষণ শিবির করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অনেক আগেই। সেই সিদ্ধান্তের প্রথম দফার আম প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। পূর্বস্থলীর পাটুলি কৃষি বাজারে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৭০ জন প্রগতিশীল আম কৃষককে। কালনা মহকুমা উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে কৃষকদের শেখানো হয় রাসায়নিক সার বর্জন করে জৈব সার প্রয়োগে কিভাবে সুস্বাদু আম উৎপাদন করা যায়। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন আম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. পলাশ সাঁতরা, জনার্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ। চলতি বছরের গত ১২-১৩ জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য আম উৎসব। সেই উৎসবে উৎকর্ষতার বিচারে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথা পূর্বস্থলীর উৎপাদিত আম পুরস্কার লাভ করে। শুধু তাই নয়, এখানকার আম রাজ্য আম উৎসবে আগত বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধির নজর কাড়ে। হংকং, ইজরাইল সৌদি আরব, দুবাই, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সহ ১২টি দেশের প্রতিনিধি পূর্ব বর্ধমান তথা পূর্বস্থলীর উৎপাদিত আম কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি আগামী বছর চারশো টন এই আম পাঠানোর বরাত দিয়ে দেন। তখনই রাজ্য সরকারের উদ্যান পালন বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—পূর্ব বর্ধমানের আম কৃষকদের বিশ্বমানের আম উৎপাদনের কয়েক দফা উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেই প্রশিক্ষণের প্রথম দফার প্রশিক্ষণ নিলেন ৭০ জন আম কৃষক। সেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকদের অন্যতম অভিজিৎ চক্রবর্তী, নারায়ণ দাস, শামসুর সেখ, শুভেন্দু ধারা প্রমুখরা জানান, বিশ্বমানের আম উৎপাদনের প্রথম শর্ত হল রাসায়নিক সার বর্জন করে জৈব সার প্রয়োগ করে আম উৎপাদন করতে হবে। সেটা কীভাবে করতে হবে সেটাই শেখানো হল আজ খাতা কলমে। শারদ উৎসবের পর থেকে মাঠে নেমে তারা প্রয়োগ শেখাবেন বাগিচা পালন দফতরের বিশেষজ্ঞরা। আমরা এতে উৎসাহিত। আমাদের আত্মবিশ্বাস বিশ্বের দরবারে আমাদের আম পৌঁছে দিতে সফল হবই।

নতুন চিঠি

১৬ জুলাই, ২০১৮

ধাপ্পার তালিকা এখন কৃষকের হাতে

দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই সবচেয়ে বড় 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে তাঁর কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক জায়গায়। প্রধানমন্ত্রী মেদিনীপুর আসছেন তাই কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন জেলার মানুষ। দেশে কৃষক বিক্ষোভ প্রশমিত করতে তাঁর দল এবার তাঁকে কৃষকবন্ধু সাজাতে সচেষ্ট হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কৃষক কল্যাণ সমাবেশের আয়োজন করছে—কৃষকরা তাঁকে কিন্তু বন্ধু মানতে রাজি নয়। রবিবারও উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করে কৃষকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন—খরচের সঙ্গে ৫০ শতাংশ যোগ করে ফসলের দাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। অতীতে কোনো সরকারই নাকি এমন করেনি।

প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যে মোটেও আশ্বস্ত হননি কৃষকরা। সারা ভারত কৃষকসভাসহ একগুচ্ছ কৃষক সংগঠন নিজেদের সমন্বয় মঞ্চ গড়ে তুলেছেন। মঞ্চের পক্ষে জানানো হয়েছে ২০ জুলাই সংসদ চলার সময়ই দিল্লিতে বিক্ষোভ মিছিল হবে। মঞ্চের পক্ষে দু'জন সাংসদ দুটি বেসরকারি বিল পেশ করবেন লোকসভা ও রাজ্যসভায়। কৃষকের ঋণমুক্তি, ফসলের নায্য দামের আইনি অধিকারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাতে। কৃষক নেতারা মনে করছেন দেশের প্রায় ২১টি রাজনৈতিক দল তাঁদের দাবিগুলির পক্ষে সম্মতি জানাবেন। সমন্বয় মঞ্চের শ্লোগান—'লোকসানযুক্ত চাষ, ঋণমুক্ত কৃষক, বিষমুক্ত জীবন, আত্মহত্যামুক্ত ভারত'। কৃষক আন্দোলনের শ্লোগান—'কপোরেটকে ছুট, কৃষককে লুট'। দেশের চল্লিশটি জায়গায় একজোটে তাঁরা সমাবেশ করবেন বলে জানিয়েছেন কৃষক সংগঠনগুলি। মোদি সরকারের ধাপ্পা ফাঁস করে দিতেই তাঁরা এই কর্মসূচি নিয়েছেন। তাঁদের সন্দেহ নগদ ভরতুকি নীতিতে কেন্দ্র যেভাবে এগোচ্ছে তাতে দেশের রেশন ব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়েছে। আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক হওয়ায় অনাহারে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে রোজগার যে সংকটে তা স্পষ্ট করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টও। প্রমাণ হচ্ছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সময়ে গ্রামাঞ্চলে মজুরির হার কমেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে তাই গ্রামাঞ্চলে ক্ষোভ সামলাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার। কিন্তু বিজেপির সবচেয়ে পুরনো শরিক শিবসেনাই প্রশ্ন তুলেছে—এসব কৃষকের কল্যাণ না বিজেপির। অবশ্য আসল প্রশ্ন তুলেছেন বামপন্থীরাই। মোদি সরকারের ধাপ্পার তালিকা—বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির খেলাপ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, শ্রম আইন শিথিল করা, কালো টাকা উদ্ধারের বদলে ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের কালো টাকা পাচারে সাহায্য করা, কর্পোরেট স্বার্থে ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ মুকুব—ইত্যাদি সব কিছুই এখন কৃষকদের হাতে হাতে ঘুরছে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্বকাপ ফুটবল প্রথম কবে, কোথায় কোন দেশের কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? তাতে দর্শকাসন কত ছিল? কটি দেশ অংশ নিয়েছিল?
২. প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল কবে হয়েছিল? কোন কোন দেশের মধ্যে খেলা হয়? কত গোলে কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল? কটি 'বলে' খেলা হয়? কী কী নাম?
৩. প্রথম বিশ্বকাপের ট্রফিটির কী নাম ছিল? পরে কী নাম হয়? ফিফা কাপটি কত সোনা দিয়ে তৈরি? মডেলটির ভাস্কর ও মণিকার কে কে?
৪. বর্তমান বিশ্বকাপ ট্রফিটির ওজন কত? কী দিয়ে তৈরি?
৫. বিশ্বকাপ ফুটবল-এর নাম ফিফা দেওয়া শুরু করে? সে বছর বলটির কী নাম দেওয়া হয়? বলটি কোন কোম্পানি তৈরি করেছিল?
৬. কোন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা থেকে ফুটবলের ওজন ঠিক করা হয়? তখন কত ওজন ঠিক হয়েছিল? বর্তমানে 'বলের' ওজন কত?
৭. কোন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় ফুটবল সম্রাট 'পেলে' অংশ নেন? তখন তাঁর বয়স কত ছিল?
৮. 'জুলে রিমে' ট্রফিটি কারা চিরদিনের জন্য পেয়ে যায়? তারা তিনবার কোন কোন সালে বিশ্বকাপ জয় করে? কোন কোন দেশের দলকে হারিয়ে দিয়েছিল?
৯. ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল কোথা, কোন স্টেডিয়ামে উদ্বোধন এবং ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়? কবে উদ্বোধন এবং কবে ফাইনাল হয়?
১০. ২১তম বিশ্বকাপ কোন দেশ জয় করে? কাকে কত গোলে পরাজিত করে? এই বিশ্বকাপে সেরা প্রতিভাধর ফুটবলার কে? সোনার বুট কে পান? সেরা গোলকিপার কে? সোনার বল কে পান?
১১. ২২তম বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হবে?
১২. ২৩-তম বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় কোথায় কত সালে অনুষ্ঠিত হবে? তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে কটি দেশ খেলবে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক ও পাঠক অভিযোগ করছেন যে তাঁরা ডাকযোগে পত্রিকা পাচ্ছেন না। এমনও অভিযোগ আসছে কেউ কেউ তিন-চারটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। ডাক কর্মীবন্ধুদের প্রতি আমাদের অনুরোধ গ্রাহকরাই পত্রিকার চালিকা শক্তি। সময়মতো ও নিয়মিত তাঁদেরকে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। — ***কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি***

অসম এবং আসামী

অরুণ মজুমদার

ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন সময়োপযোগী করা এবং নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬ নিয়ে আসামে চলছে এক অপরাজক অবস্থা। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই বিলের ব্যবস্থাপনা। নাগরিকত্ব নিয়ে অসমের সমস্যা দীর্ঘদিনের, বলা যায় ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। মাঝে মাঝেই 'বঙ্গাল খেদা' শ্লোগান ওঠে। ভারতের কিছু কিছু ব্যবসায়ী টাকাপয়সা দিয়ে অসমীয়া ছেলেদের মদত দিয়ে এইসব আন্দোলনগুলি সংগঠিত করে আসছে মাঝে মাঝেই। ১৯৭৯ সালে অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অল আসাম গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন শুরু হয়। এদের দাবি ছিল ১৯৫১ সালের ভিত্তিতে বিদেশি চিহ্নিত করে বহিষ্কার করা হোক। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য ১৯৬৬ সালকে ভিত্তি করা হোক। কোনো সমস্যাই মেটেনি তখন এবং তখন থেকেই চলছে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে নানা ধরনের অপপ্রচার করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা। পুলিশ মিলিটারির হাতে ৫২ জন বামপন্থী কর্মীসহ আন্দোলনকারীদের প্রায় ৯০০ জন শহিদ হয়েছেন। এই রক্তস্রোতের পর ১৯৮৫ সালে অসম সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে ১৯৭১ সালকে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।

২০১৪ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে ১০০টি ট্রাইবুনাল কাজ করছে বিদেশি চিহ্নিতকরণ নিয়ে। মূলত আসুর লোকেরা যাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তাদেরকেই বিদেশি বলে চিহ্নিত করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়া হচ্ছে। অমানবিক সেই ক্যাম্প। নারকীয়তায় হিটলারের দোসর সেই সব ক্যাম্প।

সীমান্তের ওপার থেকে প্রচুর মানুষ মূলত বাংলাদেশি মুসলমানরা এসে অসমীয়াদের সংখ্যালঘু করে ফেলবে এটাই অসমীয়াদের অভিযোগ। প্রায় ৮৯ লক্ষ বাংলাদেশি এভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, এদের তাড়াতে হবে। অভিযুক্তরা দাবি করছেন ভারতীয় আইনেই তাদের নাগরিকত্ব আছে। কিন্তু বিদেশি নাম নিয়ে বৈধ নাগরিকদের হয়রানি করা কেন? বিদেশি চিহ্নিত করার পদ্ধতি কী হবে? বামপন্থীরা দাবি করেছিলেন ১৯৫১ সালকে ভিত্তি ধরে এই পঞ্জিকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভিত্তিতে সময়োপযোগী করা হোক। ২০০৫ সালের ৫ মে তারিখের একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই পদ্ধতি স্থির করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে নাগরিক পঞ্জি সম্পূর্ণ করা হোক। নোডাল অফিসার নিযুক্ত হয় প্রতীক হাজেলা। এই ভদ্রলোক সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন উপেক্ষা করে খুশিমতো আদি বাসিন্দাদের ওরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্ট ঘোষণা করে তালিকার পাশে চিহ্নিত করতে থাকে। বাকি সব বিদেশি। একাজে সহযোগী 'আসু'। মজা হচ্ছে আসুর সদস্যরাও কিন্তু ওরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্ট নয়, তারা বহিরাগত।

অসমে গাদা গাদা অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ২০০১-২০১১ পর্যন্ত সেন্সাস রিপোর্ট বলছে অসমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৭.০৭, আর সর্বভারতীয় ২১.৫ শতাংশ। শুরু থেকেই আর.এস.এস এই আন্দোলনে মদত দিয়ে গেছে। ওদের মুসলিম-বিরোধিতা আজ হাস্যকর অজ্ঞতায় পর্যবসিত। ভারতের একটা গর্ব ছিল, সারা বিশ্বে আমরা বলে বেড়াতাম ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক দেশ বলে। এর মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। গান্ধীজির হত্যাকারী আর.এস.এস. তাঁর মূর্তি বসিয়ে এরা পূজা করে।

অসমের নাগরিকরা আজ নিজ ভূমে পরবাসী। সেই কবে ভারতরত্ন গোপীনাথ বরদলৈ বলেছিলেন, "বাঙালি-মুক্ত আসাম চাই। আসাম শুধু অসমিয়াদের জন্য"। এরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী মানুষ কি করে 'ভারতরত্ন' হন।

১৮২৬ সালে থেকে ব্রহ্মদেশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। পাহাড়-নদী অরণ্য সংকুল অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙালি আসা শুরু হয়। বেশিরভাগই গরিব মুসলমান। তাদেরই স্বেদঘাম রক্তে আসাম সুন্দর এক বাসযোগ্য ভূমি হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় নাগরিক সমাজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এক শান্ত স্নিগ্ধ সভ্যতার পত্তন করেছিল আসামে। নাগরিক পঞ্জি সংশোধনের নামে ব্রিটিশ নাগরিক তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের নাম নাগরিক পঞ্জিতে ওঠেনি। ২০১৪ সালের ভোটাররা ভোট দিয়ে যাদের নির্বাচিত করেছিলেন তাদের সাংসদপদ এবং বিধায়কপদ তবে কি বৈধ থাকে? এরকম লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নাম পঞ্জিতে ওঠেনি। বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি পুলিশ এবং আধাসেনা ঘিরে রেখেছে। যদি নাগরিক প্রমাণিত না হয় তবে তাদের বাড়ির জলের সংযোগ এবং বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের কোনো সভ্য দেশে এটা ঘটেনি।

অনেককাল আগের পত্রিকার খবর— এই প্রতিবেদক মনে করতে পারছেন, নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য সমস্ত দলিল দস্তাবেজ জমা দিলেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কোনো রসিদ দেওয়া হল না। পরে আর সেই দলিলের খোঁজ মেলেনি।

দলমত নির্বিশেষে আজ এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত নাগরিকদের। ভারত-এর নাগরিক যে-কোনো প্রদেশে বসবাস করতে পারেন। চলাফেরা, সাংস্কৃতিক মানোনয়ন সবকিছুরই স্বাধীনতা একান্ত জরুরি। না, ভারত এক অঘোষিত যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে?

পূর্বস্থলীতে অঙ্কন কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ জুলাই : পূর্বস্থলী কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষাট জন ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হল অঙ্কন প্রশিক্ষণ শিবির। কলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষকরা এই প্রশিক্ষণ দেন। যুবসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক গড়ে তোলা ও সুস্থ্য সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে স্থানীয় অগ্নিস্মিতা নামের একটি সংস্থা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষক তাপস ভট্টাচার্য, কলকাতা ভিস্যুয়াল আর্ট কলেজের শিক্ষক অঞ্জন পাত্র, তাপস ভট্টাচার্য, রত্না সাহা প্রমুখ। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে শংসাপত্র প্রদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক প্রদীপ সাহা।

জালনোট চালাতে এসে ধৃত দুই প্রতারক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জুলাই : জালনোট নিয়ে বাজারে কেনাকাটা করতে এসে সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়ল দুই প্রতারক। ঘটনাটে ঘটে রাত্রি নটা নাগাদ কালনা শহরের সিদ্ধেশ্বরী মোড়ে। ধৃতের নাম দ্বিজেন লালা ও পরিমল লালা তারা মালদার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা। ধৃতদের বেশ কয়েকটি জাল নোট সহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে জানান সেখানকার প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনার বিবরণ দিয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী সুবীর পাল জানান, এক প্রতারক কালনা গোপাল বাড়ির নিকট দাঁড়িয়ে থেকে অপরকে সিদ্ধেশ্বরী মোড়ের একটি স্টেশনারি দোকানে মাল কিনতে পাঠায়। ফিরে আসার পর প্রতারক বলে টাকা নিতে চাইল না।

অপেক্ষমান প্রতারক তখন বলে ওঠে আরে বড় দোকানে যাবি তো। নকল টাকা চালাতে গেলে খরিদ্দারে জমজমাটি দোকানে ঢুকতে হবে। প্রতারকদের এই কথপোকথন এক ব্যক্তি শুনে সন্দেহ হয়। তাদের দুজনকে ধরে সিদ্ধেশ্বরী মোড়ে নিয়ে যায়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি দু-হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। খবর দিয়ে এই প্রতারকদের জাল নোট সহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদের মাধ্যমে জাল চক্রের কিনারায় পৌঁছানো যাবে।

দেশ ও সমাজ

স্বাস্থ্য সুরক্ষার নতুন প্রকল্প—ঘরপোড়া গরুর জন্য সিঁদুরে মেঘ

কল্যাণ সান্যাল

এবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে গরিব এবং অসহায় মানুষের জন্য একটি নতুন ‘স্বাস্থ্যসুরক্ষা প্রকল্প’ ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে দেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষের জন্য একটি সরকারি বিমাপ্রকল্প অবিলম্বে চালু করা হবে। নাম দেওয়া হয়েছে ‘আয়ুষ্মান ভারত’—জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পটির দুটি অংশ—অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ২০২২ সালের মধ্যে সারা দেশে দেড়লক্ষ চিকিৎসাকেন্দ্র (ওয়েলনেস সেন্টার) গড়ে তোলা। প্রথমটি পাওয়া যাবে বিমাব্যবস্থার মাধ্যমে এবং অন্যটি একেবারে নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে। যদিও প্রকল্পটি কেন্দ্রের কিন্তু কার্যকরী করার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যগুলিকেই। শুধু দায়িত্ব নেওয়া নয়, চল্লিশ শতাংশ আর্থিক দায়ভারও সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নিতে হবে। এই প্রকল্প পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে থাকবে আয়ুষ্মান ভারত—জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা মিশন কাউন্সিল এবং তার মাথায় থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রতিটি রাজ্যেও একটি করে রাজ্যভিত্তিক পরিচালন সংস্থা থাকবে। গত ১৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন। আগামী ১৫ আগস্ট প্রকল্পটির পথ চলা শুরু হবে।

দেশের দশ কোটি পরিবারের পঞ্চাশ কোটি মানুষের জন্য বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পারিবারিক চিকিৎসা বিমা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য বিভিন্ন স্তরের হাসপাতাল গড়ে তোলা এবং বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। নতুন প্রকল্পটি গড়ে তুলে সেই পুরনো ব্যবস্থাটি গুটিয়ে ফেলা হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এমন ভেবে নেওয়ার কারণ আছে যে চিকিৎসাব্যবস্থার বেসরকারিকরণের পথে সরকারি হাসপাতাল এখনও কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ যারা নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না তাদের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা লাভের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে কিনা এই দুশ্চিন্তা অসঙ্গত নয়। নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষেরাও সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে বিনামূল্যে যে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন তার প্রকৃত বিকল্প এই বিমাপ্রকল্পটির হয়ে ওঠা কঠিন। বিমাসুরক্ষার সুবিধা পেতে গেলে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় তা ভুক্ত-ভোগীমাত্রই জানেন। বর্তমানে বহুলপ্রচলিত ‘ক্যাশলেস’ চিকিৎসাবিমার ক্ষেত্রে অবলীলায় হাসপাতাল বিমাকোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ রোগীর কাছ থেকে আদায় করে নেয়। আর পূর্বে খরচ নিজেই মিটিয়ে পরে বিমা কোম্পানির কাছে দাবি করা অর্থের পুরোটা বিমা কোম্পানি খুব কম ক্ষেত্রেই মেটায়। অর্থবান কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের এতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন মানুষেরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং গরিব এবং অসহায় যে সব মানুষের জন্য সরকার বিমাসুরক্ষার ব্যবস্থা করছেন তারা এতে আদৌ আগ্রহী হবেন কিনা সন্দেহ আছে। অল্প কিছু মানুষ যাঁরা সাহসে ভর করে ঝাঁ-চকচকে বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছাবেন তাঁদের অনেকের জন্যই অপেক্ষা করবে এক করুণ অভিজ্ঞতার ঝুলি।

কিন্তু এত কথা বলার আগে বলা ভালো যে অভাবী মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যবিমা এই প্রথম নয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যও তাদের নিজেদের মতো করে বিমা প্রকল্প চালু রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব প্রকল্প—‘রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’ (আর.এস.বি.ওয়াই) চালু হয়েছিল দশ বছর আগে। গত দশটি বছর ধরে চালু থাকা এই প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ একথা বলা যাবে না। কিন্তু সরকারিস্তরে প্রকল্পটির কোনো মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে জানা নেই। অথচ আর.এস.বি.ওয়াই-এর বিবর্ধিত সংস্করণই হল এই নতুন প্রকল্পটি। পঞ্চাশ কোটি মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে গেলে যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা এদেশে এখনও অধরা। সরকারিভাবে আশা করা হচ্ছে এবার প্রয়োজনের তাগিদে তা দ্রুত গড়ে উঠবে এবং গড়ে তুলবে বেসরকারি ক্ষেত্রই। এমন আশা যে অমূলক তা বলা যাবে না। কিন্তু ব্যবসার লাভের কড়ি গুনে নেওয়া ছাড়া যাঁরা কিছুই বোঝেন না তারা এসব করে মানুষের উপকারে কতটা লাগবেন জানা নেই। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার যে ১৩৫৪টি চিকিৎসা প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ করেছেন তা বেসরকারি হাসপাতালগুলির পছন্দ নয় তাঁরা তা জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং চাপ সৃষ্টি করে চিকিৎসামূল্য বাড়িয়ে নেওয়া চলতেই থাকবে। অন্যদিকে বেসরকারি বিমাকোম্পানিগুলিকে আকৃষ্ট করতে গেলে বিমার প্রিমিয়াম যে হারে দিতে হবে সেটা দিতে পারা বেশ কঠিন। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সরকারি চারটি বিমা কোম্পানিকেই আপাতত দায়িত্ব নিতে বলা হবে। এতে চারটি সরকারি বিমা কোম্পানির রুগ্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আরো বাড়বে। তাতে অবশ্য বেসরকারিক্ষেত্রের খুশি হওয়ারই কারণ ঘটবে।

ওসব কথা এখন থাক। একটু অতীত ঘাঁটা যাক। আর.এস.বি.ওয়াই প্রকল্পে নাম লিখিয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন কোটি মানুষ। অথচ নাম লেখানোর অধিকারী ছিলেন অন্তত তার দশ গুণ মানুষ। আর হাসপাতালে ভর্তি হয়ে এই সুবিধা প্রকৃতপক্ষে নিয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। যাঁরা সুবিধা নিয়েছেন তাঁরাও সবাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেয়েছেন এমন ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। দালালচক্রের দ্বারা প্রতারিত হয়ে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বিয়োজন ঘটিয়েছেন কত মানুষ তার কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া যাবে না। বর্তমানে চালু (আর.এস.বি.ওয়াই) প্রকল্পে চিকিৎসা খরচের সীমা স্থির করা আছে ত্রিশ হাজার টাকা। এই সীমা বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা হলে নিরক্ষর অসচেতন মানুষের বিপদ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আর গ্রামগঞ্জে গজিয়ে ওঠা পরিকাঠামোহীন হাসপাতাল-নার্সিংহোম আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে অচিরেই।

কিন্তু সেসব কথা থাক। ধরে নেওয়া যাক নতুন প্রকল্পটি যথেষ্ট দরিদ্র-বান্ধব। কিন্তু তা গড়ে তোলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার কোনো হিসাব করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। বর্তমান অর্থবৎসরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বাহান্ন হাজার আটশত কোটি টাকা। গত বৎসরে ওই খাতে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে একান্ন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ দশমিক পঁচাশি কোটি টাকা। অথচ দশ কোটি পরিবারের প্রতিটির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বিমাসুরক্ষা বাবদ প্রদেয় প্রিমিয়াম এক লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকার কম হবে না। ভাবা যেতে পারে যে অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের চিন্তা করেই সরকার এবারের বাজেটে আয়কর দাতাদের জন্য তিন শতাংশ শিক্ষাসেসের পরিবর্তে চার শতাংশ শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেস আরোপ করেছেন। কিন্তু এক শতাংশ সেস বৃদ্ধি করে আট হাজার কোটি টাকার বেশি কিছুতেই সংগৃহীত হবে না। তবে কি সরকারিস্তরেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই নতুন প্রকল্পটিতেও আগের মতোই খুব বেশি মানুষ নাম লেখাবেন না। এটাও বোধহয় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সব রাজ্য নিজস্ব চালু প্রকল্প বাতিল করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা (৪০ শতাংশ) করতে এগিয়ে আসবে না। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পোয়াবারো। পঞ্চাশ কোটি গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হল। কিন্তু অর্থব্যয়ের দায়িত্ব নিতে হল না। আর একইসঙ্গে খুশি করা গেল কর্পোরেট বন্ধুদের। বেসরকারি হাসপাতালগুলির মালিকেরা এবং সাধারণ বিমা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহ এই প্রকল্পের অকুণ্ঠ প্রশংসা খোলাখুলিই প্রকাশ করছেন। এমনকি ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন প্রথমে তীব্র আপত্তি জানিয়ে এখন প্রশংসায় মেতেছে। রাজনীতির কারবারিরা এই প্রকল্পকে আদর করে ডাকছেন ‘মোদিকেয়ার’ নামে। যাঁরা এই নামটি স্থির করেছেন তাঁরা বোধহয় জানেন না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘দি পেশেন্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড অ্যাফর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’-কে যাঁরা ‘ওবামাকেয়ার’ নামে অভিহিত করেছিলেন তাঁরা বিরোধী রিপাবলিকান দলের মানুষ এবং তাঁরা আসলে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে ব্যঙ্গই করতে চেয়েছিলেন। আর ‘ওবামাকেয়ার’ সেদেশে যেভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যবিমা বাধ্যতামূলক করেছে তা এদেশে ভাবা যায়নি। ভাবার কোনো সঙ্গত কারণও অবশ্য ছিল না। কিন্তু বাজেটে এতবড় একটি প্রকল্প ঘোষণার আগে দেশব্যাপী আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং রাজ্যগুলির মতামত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। স্বাস্থ্যবিমা ছাড়াও সারা দেশে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দেড় লক্ষ ‘ওয়েলনেস সেন্টার’ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যে সব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকে সেগুলিকেই উন্নীত করা হবে ওয়েলনেস সেন্টারে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান মোতাবেক এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বর্তমানে আঠাশ হাজার আট শত তেষট্টিটি। এর মধ্যে কতগুলি সত্যিই চালু আছে তার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। দেড় লক্ষ ‘ওয়েলনেস সেন্টার’ গড়ে তোলার লক্ষ্যটি পূলরণ হতে কতদিন লাগবে কেউ জানে না।

পানপাত্তিয়া কোনো সহজ অভিযান নয়

বিলাস চ্যাটার্জী

দুর্গম হিমালয়ের হাতছানির আকর্ষণ বড় কঠিন। ফেরানো যায় না তাকে। তাই বারে বারে ফিরে যেতে হয় হিমালয়ের কাছে। কেউ যায় ঈশ্বরের টানে, কেউ যায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের টানে। কেউ আবার দুর্গমতাকে জয় করে নতুন নতুন পথের সন্ধান করে। যে যে-কারণেই যাক না কেন, হিমালয়ের কোনো পথই সহজ সরল হয় না। এখানে প্রকৃতি এত পরিবর্তনশীল যে, যেকোনো সময়েই তার রুদ্ররূপ নিয়ে হাজির হতে পারে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের শুরু হলেও শেষটা মেঘ, বৃষ্টি অথবা তুষারপাত দিয়েও হতে পারে। এমন রোমাঞ্চকর যাত্রাপথ বলেই হয়তো বেশি টানে আমাদের হিমালয়।

আগে কতিপয় মানুষ এই দুর্গমপথে যেতে। এখন দিন দিন সংখ্যাটা বাড়ছে। বাঙালিদের মধ্যেও এমন দুর্গম অঞ্চলে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। আবার এই বেড়ে চলা সংখ্যাটা আশংকারও কারণ হয়ে পড়ছে আমাদের কাছে। বিপজ্জনক পথে পথ চলার নিয়মনীতি না জেনে হঠাৎ করে দুর্গম হিমালয়ে পাড়ি দেওয়ায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রথম অভিযানগুলি ছোট ছোট হলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। পরে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আরও একটু বড়, তারপর আরো বড়র দিকে এগিয়ে চললে সহজ হয় সফল অভিযান সংগঠিত করা।

এই বছর মে-জুন মাসে আমার অভিযান ছিল গাড়োয়াল হিমালয়ের পানপাত্তিয়া হিমাবাহ। দুর্গম এই অভিযান সফল করে ফিরে আসতে প্রায় ২০ দিন সময় লাগে। যার মধ্যে ১০ দিন ছিল পদযাত্রা। মনে আনন্দ থাকলেও

শরীরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে এই লেখা লিখতে বসি। আর সেই সময়েই খবর এল একই পথে পরবর্তী বাঙালি দলের একজন সদস্যের মৃত্যুর। পরপর কয়েকদিন ধরে নামি সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসাবে জনমানসে পরিবেশিত হল তা। সফলতার খবর নয়, ব্যর্থতার খবরই বিরূপ ভাবে প্রকাশিত হল কয়েকদিন ধরে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে যেভাবে তা পরিবেশন করা হল তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।

এই ধরনের অভিযানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকেই, তাকে অতিক্রম করতেই চাই অভিজ্ঞতা। এছাড়াও জানা চাই বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়। তার জন্য আমাদের রাজ্যের অসংখ্য পর্বতারোহণ সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। আমাদের শহরের ‘ভ্রামণিক’ সংস্থা এই কাজ করে চলেছে ১৯৮৮ সাল থেকেই। সেখানে পাহাড়ে চড়ার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। অথবা ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন বেশ কয়েকটা ইনস্টিটিউট থেকে পর্বতারোহণের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সংস্থাগুলি থেকে দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যাওয়া উচিত এই নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। দুর্গম হিমালয়ে যেতে হলে এমন শিক্ষা নিয়েই যাওয়া উচিত।

অন্যদিকে অধিক উচ্চতায় চলার ও থাকার জন্য কিছু রোগেও আক্রান্ত হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হল ইডিমা। যা অক্সিজেনের অভাবেই মূলত হয়। এমন রোগে আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে ২০০০ ফিট থেকে ৩ হাজার ফিট নীচে নামিয়ে দিতে পারলে বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু দুর্গম পথে হঠাৎ করে ২-৩ হাজার ফিট নীচে নামিয়ে নেওয়ার কাজটি সহজ হয় না। সন্ধ্যা বা রাতের দিকে হলে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী তা প্রথমে জানতে হবে। সাংবাদিকদের তার দায় নেই বলেই মনে হল। ইডিমা দুই রকমের। একটি পাল্‌মোনারি ইডিমা যাতে ফুসফুসে জল জমে যায়। অপরটি সেরিব্রেল ইডিমা। যখন মস্তিষ্কে বিন্দু বিন্দু জল জমে যায়। এই রোগ যে-কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই হতে পারে। অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ উভয়েরই। অধিক উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, ও বাতাসের চাপ কম থাকাই মূলত এই রোগের কারণ। এর জন্য অধিক উচ্চতায় যেতে হলে আবহাওয়ার সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নিতে হবে। তার জন্য চার্ট সময়ও বিশ্রাম। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণ জল বা তরল খাবার খেতে হবে। চা, কফি, স্যুপ জাতীয় খাবার খাওয়া জরুরি।

হাওড়া জেলার লিলুয়ার রেলকর্মী অমিত রায়ের মৃত্যুর কারণ সঠিক জানা নেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলে জানা যাবে। বয়সও বেশি নয়, মাত্র ৩৮ বছর। তার মৃত্যু হয়েছে পানপাতিয়া হিমবাহে। ৭ কিমি বিক্ষিপ্ত এই তুষারমরু প্রান্তরের উচ্চতা প্রায় ১৭,৫০০ ফুটের মতো। সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা এই প্রান্তরের উপরেই অন্তত একটি ক্যাম্প হয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেও এই জায়গায় অপর বাঙালি একটি দলের একজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল। পরপর কয়েকটি এমন মৃত্যুর কারণ মূলত ইডিমায় আক্রান্তই ধরে নেওয়া যেতে পারে। যে রোগ আগাম জানান দেয় না। অনবরত কাশি হবে রোগীর। শুতে পারবে না। তাতে কাশি বেড়ে যায়। সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকলে সাথে সাথে তা ব্যবহার করলে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা যেতে পারে। অবশ্যই নীচে নামিয়ে আনতে হবে অক্সিজেন দিয়েই। অধিক উচ্চতাজনিত অন্য রোগ যা হয় ক্ষুধামান্দ্য, মাথা ধরা, বমি হওয়া ইত্যাদি। সেইক্ষেত্রে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এতগুলি পরপর দুর্ঘটনা হল এই

—এরপর চারের পাতায়

হাসপাতালের সামনে রোগী দাঁড়াত, এখন ছাগল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ জুলাই : আগে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়ার জন্য হাসপাতালের সামনে রাগী দাঁড়ত লাইন দিয়ে। আর সেই হাসপাতালের অবনতি হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে বর্তমানে সেখানে আর রোগীর লাইন পড়ে না। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ছাগল। এমনি চিত্রবদল ঘটেছে কালনার আঙ্গারসন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কালনা মহকুমা হাসপাতাল থেকে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবধান প্রায় ষোল কিলোমিটার। এখানকার মানুষকে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যেতে সময় অনেকটাই ব্যয় হতো। ফলে চিকিৎসা শুরু হতে বিলম্ব হওয়ার কারণেই মাঝেপথেই বহু মানুষের মৃত্যু হতো। এই মৃত্যুকে রোধ করতে এলাকাতেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার লক্ষ্যে আঙ্গারসন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে বিরাট এলাকাকে জুড়ে নির্মিত হয়েছিল ডাক্তার কোয়ার্টার থেকে কর্মচারী, জিডিএ, সুইপারদের কোয়ার্টার পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটডোর কোনোরকমে চালু থাকলেও স্বাস্থ্য পরিষেবা আর মেলে না। এমনই অভিযোগ আঙ্গারসন, কদমপুর, বোয়ালিয়া, শুয়ে, কইগড়িয়া, রামেশ্বর, কালিবামনি প্রভৃতি গ্রামের মানুষের।

অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

—প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে এক শিক্ষাকর্মীর সাথে মিলে ওই শিক্ষক কলেজ অধ্যক্ষকে হুমকি দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। গত মে মাসের শেষ দিকে কলেজ ছুটি দেওয়া নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়। সেসময় অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকদের ঘেরাওয়ের নাম করে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় একটি ঘরে। এমনকি ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাথরুমের দরজায় তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়, জলের বোতল কেড়ে নেওয়া হয়। এর ফলে চার অধ্যাপক, অধ্যাপিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরজন্য এক অধ্যাপিকাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। গত কয়েক মাস ধরেই এই কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের একই বড় অংশের অভিযোগ ওই কলেজের শিক্ষাকর্মী তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা মুকেশ শর্মা কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করছে। ওই শিক্ষাকর্মীর দাদাগিরিতে কলেজের সবাই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

নির্মাণকর্মীর মৃত্যু

সংবাদদাতা : কালনা-বর্ধমান সড়কের গুপ্তিপুর মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম বাপন সেন (৩০) ও ঝন্টু সেন (৩২) দুজনেরই বাড়ি কালনা থানার সিমলন পশ্চিম পাড়ায়। পেশায় নির্মাণকর্মী এই দুই যুবক শনিবার রাত্রে একটি বাইকে বুলবুলিতলা থেকে বাড়ি ফিরছিল। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ একটি ট্রাক গুপ্তিপুর মোড়ে চাপা দেয়। মধুপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

সহজ অভিযান নয়

—তিনের পাতার পর

পানপাতিয়া অভিযানে। তারপরেও কেন এতজন যাচ্ছে এই পথে? এই পথের সন্ধানে প্রায় ১০০ বছর ধরে অনেক অভিযাত্রী ছুটে গেছে এই অঞ্চলে। একটি প্রবাদকে সামনে রেখে তারা অভিযানের নেশায় ছুটেছে। কথিত আছে বদ্রিনাথ ও কেদারনাথের মন্দিরে কোনো এক সময় একই পুরোহিত পুজো করতেন। তাহলে তিনি যেতেন কীভাবে? সত্যিই কি কোনো পথ ছিল এই দুই মন্দিরের মধ্যে? সেই পথের সন্ধানে অভিযাত্রীরা দৌড়েছিলেন এতগুলি বছর ধরে। উভয় দিক থেকে অনেকগুলি অভিযান সংগঠিত হয়েছে। যার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, পানপাতিয়া হিমবাহ অতিক্রম করাই প্রধান বাধা। এই হিমবাহ যে পথে নেমেছে সেই ভয়ঙ্কর পানপাতিয়া আইসফল অতিক্রম করা সহজ হচ্ছিল না। অবশেষে ২০০৭ সালে প্রখ্যাত পর্বতারোহী দেবব্রত মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি দল গুগুল ম্যাপ থেকে একটি পথ আবিষ্কার করেন। সেই পথ পানপাতিয়া আইসফল বেয়ে না উঠে আরও ডান দিকে সরে গিয়ে পার্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে আসা একটি গিরিফিরা বেয়ে উঠে যাবে পানপাতিয়া মূল হিমবাহে। এখানে ২-৩ ফিট রক ক্লাম্বিং বা শৈলারোহন করে উঠতে হবে। সেই পথ দিয়ে প্রথম অভিযান সফল করে দলটি। কিন্তু প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে বাংলার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে যা বলা হল তা আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল। সহজ সেই পুরোহিতের যাত্রাপথ আবিষ্কার হল বলে ব্যাখ্যা করা হল। আর সেই 'সহজ' কথাটির উপর ভর করে প্রতিবছর কয়েকটি করে দল এই পথে পাড়ি দিচ্ছে। একই সাথে বিপদের সম্মুখীনও হচ্ছে। শুধুমাত্র পানপাতিয়া হিমবাহে পৌঁছনোর সহজ পথটি খুলল। বাকি অভিযান ভারতীয় হিমালয়ে সবচেয়ে বড়, কঠিন ও ভয়ঙ্কর ট্রেকরুটগুলির পর্যায়েই রইল। এই বক্তব্য ব্যাখ্যা হল না। তাই দেখা গেল জীবনের প্রথম ট্রেক পানপাতিয়া হিমবাহ। যখন বিপদ সামনে আসবে অনভিজ্ঞ ট্রেকার কীভাবে রক্ষা করবে নিজেকে? তা অজানাই থেকে যাচ্ছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই, উরুগুয়ের মন্তেভিদিয়ো স্টেডিয়াম, ৯৩ হাজার, ১৩টি দেশ। ২। ২৯৩০ সালের ৩০ জুলাই, উরুগুয়ে বনাম আর্জেন্টিনা, ৪-২ গোলে জয়ী উরুগুয়ে। ২টি 'বল'। নাম টিয়েন্টো (আর্জেন্টিনার) এবং টি-মডেল (উরুগুয়ের)। ৩। 'জুলে রিমে কাপ'। 'ফিফা কাপ'। ভাস্কর সিলভিও গাজুনিও, মণিকার বার্তোনি। ৪। ৪ কেজি ১০ গ্রাম, নিরেট সোনা দিয়ে। ৫। ১৯৭৪ সালে, টেলস্টার ডুরলাস্ট, জার্মানির অ্যাডিডাস কোম্পানি। ৬। ১৯৩৮ সালে তৃতীয় বিশ্বকাপ থেকে, ওজন ১৩-১৫ আউন্স। বর্তমানে ওজন ১৪-১৬ আউন্স। ৭। ১৯৫৮ সালে, ষষ্ঠ বিশ্বকাপ—সুইডেনে, ১৭ বছর ২৯৪ দিন। ৮। ব্রাজিল। ১৯৫৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০ সালে। সুইডেনে, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালি। ৯। রাশিয়ার লুকনিকি স্টেডিয়ামে। উদ্বোধন ১৪ জুন, ২০১৮ এবং ফাইনাল ১৫ জুলাই, ২০১৮। ১০। ফ্রান্সি, ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে। এম বাপ্পে (ফ্রান্স), হ্যারি কেন (৬ গোল) ইংল্যান্ড, কতুোয়া (বেলজিয়াম), লুকা মদ্রিচ (ক্রোয়েশিয়া)। ১১। ২২ তম বিশ্বকাপ ফুটবল কাতারে ২০২২ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ১২। ২৩তম বিশ্বকাপ আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডায় ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে। ৪৮টি দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নেবে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ১৩ জুলাই : আজ বিকালে ট্রাঙ্ক রোড ফুটবল ময়দানে শুরু হল দুর্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্ণামেন্ট শহিদ নিমাই অধিকীর ও প্রয়াত পরিতোষ ভট্টাচার্য স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা। উদ্বোধন করেন বিগত দিনের প্রখ্যাত ফুটবলার ও দুর্গাপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি অজয় ব্যানার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি দীপেন সিনহা, সুখময় বোস, নিমাই ঘোষ, সুবীর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইউনাইটেড কনট্রাক্টার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই টুর্ণামন্টে মোট ৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন টুর্ণামেন্ট কমিটির সম্পাদক আশিস মিশ্র।

জনাকীর্ণ মাঠে উদ্বোধনী খেলায় তানসেন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৪-১ গোলে দুর্গাপুর হিরোজকে পরাস্ত করে।

এদিকে আজ সকালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন গেটে ইস্পাত ঠিকা শ্রমিক আন্দোলনের নিমাই অধিকারীর শহিদ দিবসে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহিদ স্তম্ভে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন ইউনাইটেড কনট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর সভাপতি বিভূতিদাস মণ্ডল। শহিদ স্তম্ভে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিভূতিদাস মণ্ডল, মহাব্রত কুণ্ডু, হারাধন সাঁই, সুবীর সেনগুপ্ত, নিমাই ঘোষ, দীপক ঘোষ প্রমুখ। শহিদ পরিবারের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

'বিশ্বকাপ ফুটবল' একনজরে

বিশ্বকাপ	সাল	স্থান	চূড়ান্ত পর্যায়	ফাইনাল
প্রথম	১৯৩০	উরুগুয়ে	১৩টি	উরুগুয়ে (৪)—আর্জেন্টিনা (২)
দ্বিতীয়	১৯৩৪	ইতালি	১৬টি	ইতালি (২)—চেকোশ্লোভাকিয়া (১)
তৃতীয়	১৯৩৮	ফ্রান্স	১৭টি	ইতালি (৪)—হাঙ্গেরী (২)
(১৯৪২ সালে এবং ১৯৪৬ সাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য খেলা হয়নি)				
চতুর্থ	১৯৫০	ব্রাজিল	১৬টি	উরুগুয়ে (২)—ব্রাজিল (১)
পঞ্চম	১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	১৬টি	জার্মানি (৩)—হাঙ্গেরী (২)
ষষ্ঠ	১৯৫৮	সুইজেন	১৬টি	ব্রাজি (৫) সুইডেন (২)
সপ্তম	১৯৬২	চিলি	১৬টি	ব্রাজিল (৩)—চেকোশ্লোভাকিয়া (১)
অষ্টম	১৯৬৬	ইংল্যান্ড	১৬টি	ইংল্যান্ড (৪)—পশ্চিম জার্মানি (২)
নবম	১৯৭০	মেকিস্কো	১৬টি	ব্রাজিল (৪)—ইতালি (১)
দশম	১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	১৬টি	পশ্চিম জার্মানি (২) হল্যান্ড (১)
একাদশ	১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	১৬টি	আর্জেন্টিনা (৩)—হল্যাণ্ড (২)
দ্বাদশ	১৯৮২	স্পেন	২৪টি	ইতালি (৩)—পশ্চিম জার্মানি(১)
ত্রয়োদশ	১৯৮৬	মেকিস্কো	২৪টি	আর্জেন্টিনা(৩)—পশ্চিম জার্মানি(২)
চতুর্দশ	১৯৯০	ইতালি	২৪টি	পশ্চিম জার্মানি (১)—আর্জেন্টিনা (০)
পঞ্চদশ	১৯৯৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪টি	ব্রাজিল (৩)—ইতালি (২)
ষোড়শ	১৯৯৮	ফ্রান্স	২৪টি	ফ্রান্স (২)—ব্রাজিল (০)
সপ্তদশ	২০০২	কোরিয়া	৩২টি	ব্রাজিল (২)—জার্মানি (০)
অষ্টাদশ	২০০৬	জার্মানি	৩২টি	ইতালি (১)—ফ্রান্স (১) ট্রাইবেকার ইতালি (৫)—ফ্রান্স (৩)
ঊনবিংশ	২০১০	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩২টি	স্পেন (১)—নেদারল্যান্ডস (০)
বিংশ	২০১৪	ব্রাজিল	৩২টি	জার্মানি (১)—আর্জেন্টিনা (০)
একবিংশ	২০১৮	রাশিয়া	৩২টি	ফ্রান্স (৪)—ক্রোয়েশিয়া (২)
দ্বাবিংশ	২০২২	কাতার	৩২	
ত্রয়োবিংশ	২০২৬	আমেরিকা মেক্সিকো, কানাডা	৪৮টি	

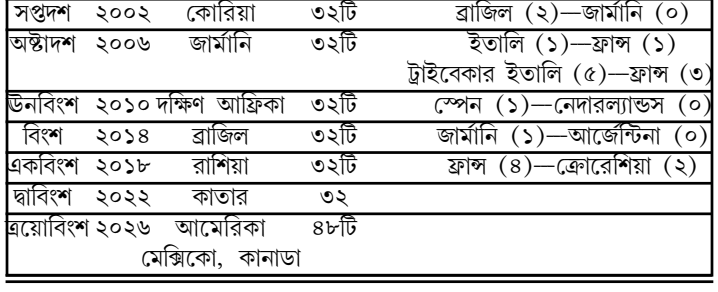

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

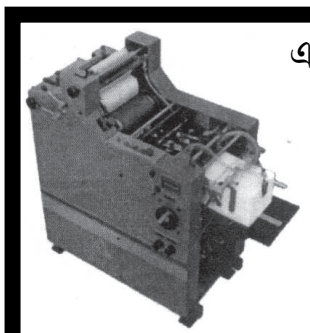
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
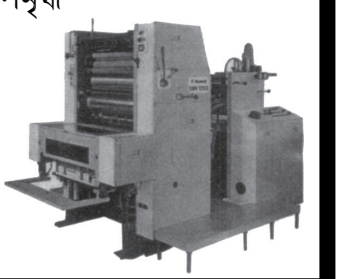
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা